"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া মন্ত্র- যন্ত্র কাজে আসবে না, সেইজন্য তোমরা সকলের সঙ্গে নিজের বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - ভক্তির কোন্ কথা জ্ঞান মার্গে চলতে পারে না ?

*উত্তরঃ - ভক্তিতে ভগবানের থেকে কৃপা অথবা আশীর্বাদ চেয়ে থাকে, জ্ঞানমার্গে আশীর্বাদ বা কৃপার কোনো কথা নেই। এ হলো পড়াশোনা, বাবা টিচার হয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেন। ভাগ্যের আধার (ভিত) পড়াশোনার উপরেই রয়েছে। যদি বাবা কৃপা করেন তবে তো সারা ক্লাসই পাশ করে যাবে সেইজন্য জ্ঞানমার্গে কৃপা বা আশীর্ব্বাদের কথা নেই। প্রত্যেককে নিজের-নিজের পুরুষার্থ করতে হবে।

*গীতঃ- আমি হলাম একটি ছোট্ট শিশু.....

ওম্ শান্তি । এই আহ্বান (ডাক) হলো ভক্তিমার্গের জন্য, ছোট আর বড়'র কারণ বোঝানো হয়েছে যে ভক্ত তো যজ্ঞ, জপ, তপস্যা ইত্যাদি করে, মনে করে এর মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাতের রাস্তা পাওয়া যাবে। তারপর ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা, আমিও হলাম ওঁনার প্রতিরূপ, আমার মধ্যেও ঈশ্বর রয়েছেন, এমন বলা তো মিথ্যা, তাই না ! তিনি কোনো দুঃখ সহ্য করেন না। ভগবান হলেন আলাদা জিনিস, তাই না ! এটাই মানুষের ভুল যার কারণে দুঃখ ভোগ করছে। তোমাদের মধ্যেও কোনো বিরলতমই বাবাকে জানে। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। বাবা তো বারবার বলেন, তোমাদের শ্রীমৎ দেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এ হলো শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ মত। বাবার শ্রীমতের দ্বারা মানুষ নর থেকে নারায়ণ, পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এই সময়ের এই যে পতিত মানুষ রয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ মৎ নেই। ভগবানও বলেছেন যে এ হলো ভ্রষ্টাচারী আসুরিক সম্প্রদায়। বাবা বলেন তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখ দেবে। তোমরা অনেক সুখ পেয়েছো, এ হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। এরকম নয় যে ভগবান কেন বানিয়েছেন ? এ তো হলো অনাদি ড্রামা, তাই না ! জ্ঞান মানে দিন, ভক্তি মানে রাত। জ্ঞানের দ্বারা এখন তোমরা স্বর্গবাসী হতে চলেছো, ভক্তির দ্বারা নরকবাসী হয়েছো। কিন্তু মানুষ প্রস্তরবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বোঝেনা। ক্রোধ কত ভয়াবহ। কত বোমা বানাতে থাকে, মনে করে বিনাশ অবশ্যই হবে। তাহলে এ তো ভ্রষ্টাচারী বুদ্ধি হয়ে গেল, তাই না ! কলিযুগকে বলা হয়ে থাকে রাবণ রাজ্য। রাবণই ভ্রষ্টাচারী বানায়। বাবা এসে অর্ডিন্যান্স বের করেন যে এখন ভ্রষ্টাচার বন্ধ করো। নাম্বার ওয়ান ভ্রষ্টাচার হলো একে-অপরকে অপবিত্র করে দেওয়া। এ হলো বেশ্যালয়। কলিযুগীয় ভারতকে বেশ্যালয় বলা হয়ে থাকে। সকলেই বিষের (বিকার) মাধ্যমে জন্ম নেবে। সত্যযুগকে বলা হয় শিবালয়। শিব বাবার স্থাপন করা পবিত্র ভারত। লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদিদের বলা হয়ে থাকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী.... তাহলে এই প্রশ্ন উঠতে পারে না যে বাচ্চার কিভাবে জন্ম হয় ? বাচ্চারা, যখন তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে পারো তাহলে যোগবলের দ্বারা (জন্ম) কেন হতে পারে না। বাবা বলেন -- তোমরা যোগবলের মাধ্যমে, শ্রীমতানুসারে স্বর্গের মালিক হতে পারো তাহলে ওখানে যোগবলের দ্বারা সন্তানেরও জন্ম হবে। বাহুবলের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির উপর রাজ্য করতে পারবে না। ওদের হলো বাহুবল, তোমাদের হলো যোগবল। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হও। সর্বশক্তিমান বাবা স্বয়ং বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু কারোর কারোর বুদ্ধিতে দাঁড়ায় না। সেইসময় হ্যাঁ-হ্যাঁ করে তারপর ভুলে যায়।

অবশ্যই ভগবান, অসীম জগতের বাবা রাজযোগ শিখিয়ে, জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের শৃঙ্গার করছেন। তারপরেও বুদ্ধিতে বসে না তখন বলা হবে যে ওদের ভাগ্যে নেই, সেইজন্য চেষ্টা করে না। টিচার তো সকলকেই পড়ায় তারপর কেউ অনেক পড়াশোনা করে, কেউ অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। টিচারকে থোড়াই বলবে যে আশীর্ব্বাদ করো। পড়ায় আশীর্ব্বাদ, কৃপা করা চলে না। জ্ঞানমার্গে বাবা তোমাদের নমস্কার করেন। কৃপা বা আশীর্বাদ চাওয়া উচিত নয়। বাবার কাছে বাচ্চা আসলে তখন সে মালিকই হয়ে যায়। বাবা বলেন এ হলো মালিক, কৃপার কোনো কথা নেই। বাবার ধনসম্পদ তা বাচ্চার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এছাড়া বাচ্চাদের শুধরে দেওয়া, তা হলো টিচারের কাজ। টিচার বলবে পড়ো। পড়াশোনা করা তোমাদের কাজ। কি কৃপা করবে ? গুরুরও দায়িত্ব হলো রাস্তা বলে দেওয়া, সদ্গতির মার্গের। আশীর্ব্বাদের কথা নেই। ইনি হলেন অদ্বিতীয় বাবা, টিচার, গুরু। তিনের থেকেই কৃপা চাওয়ার কথা নেই। অবুঝ মানুষদের বাবা বসে বোধশক্তি প্রদান করেন। এ তো হলোই ওঁনার আশীর্ব্বাদ। এছাড়া এর ওপর চলা বাচ্চাদের কাজ। গাওয়া হয়েছে -- শ্রীমৎ ভগবানুবাচ।

তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ তাহলে ওঁনার মতও উচ্চ হবে, তাই না ! শ্রীমতানুসারে তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হতে চলেছো পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে। তোমরাও বুঝতে পারো যে আমরা কত নম্বর পেয়ে পাশ করবো। স্কুলে স্টুডেন্ট তো বুঝতে পারে, তাই না! -- আমরা সম্পূর্ণ পড়াশোনা করিনি সেইজন্য আমরা অনুত্তীর্ণ হয়ে যাব। বাবাও রেজিস্টারের মাধ্যমে বুঝে যান যে এ অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ইনিও হলেন অসীম জগতের অদ্বিতীয় পিতা, টিচার, গুরু। তিনিও জানেন, বাচ্চারাও জানে যে আমরা পড়ি না। না পড়লে তখন অবশ্যই কম পদপ্রাপ্ত হবে। এমন পুরুষার্থও করে না যে আচ্ছা আমরা তীব্র গতিতে পড়াশুনা করবো। অবশ্য কতই না মাথা কুটতে থাকে, বোঝায় তবুও কিছুই করে না। শ্রীমতানুসারে না চলার জন্য কম পদ পাবে। যে বাচ্চা হয় সে ডিনায়েস্টিতে তো চলে আসবে। সেখানেও অনেক পদ রয়েছে, তাই না ! দাস-দাসীও হয়। বাচ্চারা জানে যে না পড়লে, না পড়ালে তখন দাস-দাসী হবো। কিন্তু সেও রয়্যাল থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের হীরে-জহরতের মহল থাকবে, তাহলে দাস-দাসীও সেখানেই থাকবে, তাই না ! তারপর ভবিষ্যতে নম্বরের ক্রমানুসারে পদ পেতে পারে। প্রজাতেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। ভক্তি মার্গে মানুষ ইনশিওর করে, তাই না ! ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। মনে করো কেউ হসপিটাল বানিয়েছে তাহলে পরজন্মে ভালো, নিরোগী শরীর প্রাপ্ত হবে। অল্পকালের জন্য ফল তো প্রাপ্ত হয়, তাই না ! কেউ পাঠশালা খুলেছে তখন পরজন্মে ভালো পড়াশোনা করবে। ধর্মশালা খুলেছে তখন পরজনমে থাকার জন্য ভালো ঘর-বাড়ি প্রাপ্ত হবে। তাহলে এ তো ইনশিওর করা হলো, তাই না ! প্রত্যেকে নিজেকে ইনশিওর করে। এখন তোমাদের হলো ডাইরেক্ট ঈশ্বরের সঙ্গে। ওটা তো হলো ইনডাইরেক্ট, এ হলো ডাইরেক্ট ইনশিওর করা। বাবা এসব কিছুই হলো তোমারই, আমরা হলাম ট্রাস্টি। এর বদলে তুমি আমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য দিয়ে দেবে। এ হলো ডাইরেক্টলি বাবার কাছে ইনশিওর করা, ২১ জন্মের জন্য। বাবা বলেন নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ সব সত্যযুগে ট্রান্সফার করে দাও। যেমন লড়াই লাগলে তখন আবার ছোট-ছোট রাজারা বড় রাজাদের কাছে নিজেদের ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখে। তারপর লড়াই যখন সমাপ্ত হয়ে যায় তখন আবার বড়দের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নেয়। বাবা হলেন এইসব বিষয়ের অনুভবী, তাই না ! বাবাও জানেন, এই দাদাও জানেন। বোঝা উচিত, আমাদের দাদার দ্বারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা পড়ান। হেভেনলি গডফাদার হলেন সেই বাবা, ইনি নন, ইনি হলেন দাদা(বড় ভাই)। প্রথমে অবশ্যই দাদুর হতে হবে। বাবা আমরা হলাম তোমার, তোমার থেকে আমরা উত্তরাধিকার নেব। আর সবদিক থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করা, এতে পরিশ্রম আছে।

বাবা বলেন, এখন আর গুরু ইত্যাদিদের মন্ত্র কোনো কাজে আসবে না। কোনো মনুষ্যমাত্রেরই মন্ত্র এখন কাজে আসবে না। আমি তোমাদের বলছি -- আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিজয় হবে। তোমাদের মাথার উপরে অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। এখন আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। প্রথমে তো এই নিশ্চয় থাকা চাই, তাই না ! নিশ্চয় না থাকলে তখন বাবা বুদ্ধির তালাও খোলেন না, ধারণাও হয় না। বাবার হয়ে গিয়েছো তাহলে উত্তরাধিকারীরও দাবিদার হয়ে গেছো। বুদ্ধিতে বসে না। কোনো-কোনো নতুনও পুরোনোর থেকে তীব্রগতিতে এগিয়ে যায়। বাবা তো ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। যে যত পড়বে ততই উপার্জন করবে। এই গডফাদারলি নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, নলেজের দ্বারা। মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান থোড়াই আছে ! এখন তোমরা অর্থাৎ আমার বাচ্চারা আসুরীয় সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়, ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে চলেছো। শ্রীমৎ ব্যতীত কেউই শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারে না। নাহলে আবার অন্তিমে সাজাভোগ করে ফিরে যাবে। অবশ্যই অল্পবিস্তর যে শোনে সেও স্বর্গে যাবে কিন্তু একদমই সাধারণ প্রজায়। পদমর্যাদা তো নম্বরের অনুক্রমে হয়ে থাকে, তাই না ! ওখানে এরকম গরীব থাকবে না যে কারোর রুটিও প্রাপ্ত হবে না। এখানে যেমন গরীব রয়েছে ওখানে তেমন হয় না। সুখ সকলেরই থাকে। কিন্তু এরকম মনে করা উচিৎ নয় -- আচ্ছা, ঠিক আছে প্রজা তো প্রজাই হবো। এ হলো দুর্বলতা, তাই না। ! প্রথমে তো পাক্কা নিশ্চয় চাই। এ হলো নিরাকার ভগবানুবাচ। ভগবান বলেন -- আমার তো মনুষ্য বস্ত্র(শরীর) নেই। আমার নাম হলো শিব। বাকি যে সকল দেবতারা বা মানুষেরা রয়েছে, সকলের শরীরের উপর নামকরণ হয়, আমার নাম শরীরের উপর নয়। আমার নিজস্ব শরীর নেই। শরীরধারীকে ভগবান বলা হয় না, মানুষ বলা হয়। মানুষকে ভগবান মেনে নেওয়ার জন্যই ভারতবাসী অবুঝ হয়ে গেছে। নাহলে ভারতবাসী তো অত্যন্ত চতুর (সেয়ানা) ছিল। প্রথমে ভারতে বস্ত্র ইত্যাদি অত্যন্ত রিফাইন (মিহি), ভালো তৈরি হতো। এখন তো ওই রকম জিনিস তৈরি হতে পারে না। তাহলে স্বর্গে সায়েন্সও সুখের জন্যই ছিল। এখানে তো সায়েন্স সুখ- দুঃখ দুয়ের জন্যই রয়েছে। অল্প সময়ের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়, দুঃখ হলো অপার। সমগ্র দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে তাহলে দুঃখই তো হলো, তাই না ! সকলেই ত্রাহী-ত্রাহী করবে। ওখানে তো সাইন্সের দ্বারা সুখই সুখ থাকে, দুঃখের নাম-নিশান নেই। সেও যার ভাগ্য খুলে যায় সে-ই বুঝতে পারে। ভাগ্যে সুখ না থাকলে তখন বুঝতেও পারে না। ব্যারিস্টারও নম্বরের অনুক্রমে হয়ে থাকে, তাই না! কেউ তো এক-একটি কেসের জন্য ১০-২০ হাজার টাকা নেয়। কোনো ব্যারিস্টারকে দেখো পরার জন্য কোটও থাকে না। এখানেও এরকম আছে, তাই না !

হয় রাজার-রাজা হয় অথবা পাই-পয়সার প্রজা হয়। সেইজন্য বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন -- ভারতই হলো এইসময় সবথেকে গরীব, ভারতই আবার ঐশর্য্যশালী হয়। দান সর্বদা গরীবদের দেওয়া হয়ে থাকে। ধনবানেরা এতখানি নিতে (জ্ঞান) পারে না। গরীব জনসাধারণই এই জ্ঞান নেবে। ধনবানেদের দান করা, এইরকম নিয়ম নেই। তোমরা হলে গরীব, তাই না ! তোমাদের মাম্মা ছিলেন সব থেকে গরীব, তিনি পরে বিশ্বের মহারানী হয়ে যান। ড্রামাই এরকমভাবে তৈরি হয়ে রয়েছে। গরিবেরা বেশি করে (জ্ঞান) নেয়, কারণ তারা হলো দুঃখী, তাই না ! ধনবানেরা হলো অত্যন্ত সুখী। তারা তো বলে -- আমাদের জন্য তো এটাই স্বর্গ, মোটর-গাড়ি, পয়সা ইত্যাদি আছে। যাদের কাছে পয়সা নেই, নরকে রয়েছে তোমরা তাদের জ্ঞান দান করো -- এমনও বলে থাকে। এখন তোমাদের এ হলো গডফাদারলি সার্ভিস। তোমরা হলে ভারতের প্রকৃত সার্ভেন্ট। ওই সোশ্যাল ওয়ার্কাররা হলো শরীর-সম্বন্ধীয়। মানুষকে সামান্য সুখ দেয়। এরা তো সমগ্র সৃষ্টিকে পরিস্কার করে পবিত্র-সুখী করে দেয়। এরা তন-মন-ধন দ্বারা ভারতের সেবা করছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের পুরানো ব্যাগ-ব্যাগেজ ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করতে হবে, ইনশিওর করে ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে পড়াশোনা করতে হবে। গরিবদের জ্ঞান দান করতে হবে। ভারতকে পবিত্র করার প্রকৃত রুহানী (আধ্যাত্মিক) সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের প্রত্যেকটি কর্ম এবং বাণীর দ্বারা চলতে-ফিরতে প্রতিটি আত্মাকে শিক্ষা প্রদানকারী মাস্টার শিক্ষক ভব

যেমন আজকাল ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী হয়, তেমনই তোমরাও হলে ভ্রাম্যমান মাস্টার শিক্ষক। সর্বদা নিজের সামনে স্টুডেন্টদের দেখো, একলা নও, সর্বদা স্টুডেন্টদের সামনে রয়েছো। সর্বদা স্টাডিও (পড়াশোনা) করছো আর করাচ্ছোও। যোগ্য শিক্ষক কখনো স্টুডেন্টদের সামনে অমনোযোগী হবে না, অ্যাটেনশন (মনোযোগ) রাখবে। যখন তোমরা শোও, ওঠো, চলাফেরা করো, খাও, প্রত্যেকটি সময় মনে করো আমরা কলেজে বসে রয়েছি, স্টুডেন্টদের দেখছি।

স্লোগানঃ- আত্ম-নিশ্চয়ের দ্বারা নিজের সংস্কারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করাই হলো শ্রেষ্ঠ যোগ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;